নি উ ই য় র্ক

টুইন টাওয়ার

***১১ বছরের প্রবাস জীবনে কম করে হলেও ৩০ বার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে যাওয়া হয়েছে। স্মৃতির সেই উচ্চ ভবনটি আর নেই। ম্যানহাটনের সেই সৌন্দর্যই হারিয়ে গেছে...* লিখেছেন**

মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম (আনোয়ার)

নিউইয়র্ক প্রবাস জীবনের ১১ বছরের মধ্যে কম করে হলেও ৩০/৩৫ বার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আমাকে যেতে হয়েছে। ১৯৯২ সালে প্রথম আমাকে টুইন টাওয়ার দেখাতে নিয়ে যায় প্রিয় বন্ধু রানা, প্যাট্রিক ও মাইকেল রোজারিও। প্রথম দর্শনেই আমি বিশ্ব বাণিজ্য ভবনের প্রেমে পড়ে যাই। প্রথম দিনই বন্ধুদের সঙ্গে ১০৭ তলায় অবস্থিত 'উইনডোজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড' রেস্টুরেন্টে ডিনার করি। সেই রাতের স্মৃতি কোনো দিন ভোলা যাবে না। তারপর থেকে প্রতিবারই দেশ থেকে কোনো আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বা পরিচিত কেউ নিউইয়র্ক বেড়াতে এলে তাদের নিয়ে যাওয়া হতো প্রথমেই 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার' দেখানোর জন্য। তারই ধারাবাহিকতায় ছোট ভাই বাবুল নিউইয়র্ক আসার কিছুদিন পর বোন লাকী, বাবুল, বাকির হোসেন ও কাকলী ভাবিসহ আমরা সবাই আগস্টের শেষ সপ্তাহে টুইন টাওয়ার দেখতে যাই। বোন লাকী ছাড়া অন্যরা এই প্রথম এখানে এসেছে। আমি পর্যবেক্ষণ ডেস্কের ১১০ তলায় না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ঐ দিন ছোট বোন লাকীকে বলেছিলাম সবাইকে নিয়ে ওপরে যাওয়ার জন্য। একই জিনিস বারবার দেখার কোনো আগ্রহ ছিলো না আমার। পরক্ষণেই কি মনে করে আমি নিজেই সবাইকে নিয়ে টিকিট কেটে ১১০ তলায় যাওয়ার জন্য লিফটে উঠলাম। বিশ্বের দ্রুতগামী লিফটে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ১১০ তলার ওপরে উঠে তারপর একটি চলন্ত সিঁড়ির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ডেস্কে এসে পৌঁছলাম। অনেক পর্যটকের ভিড়ে হাঁটাচলা করা কিছুটা অসুবিধা হলেও আমরা সবাই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের চারদিকে ঘুরে নিউইয়র্ক শহরের নয়নাভিরাম দৃশ্য বিশেষ করে সুউচ্চ দালানকোঠা এবং ম্যানহাটনের সঙ্গে সংযুক্ত ব্রিজগুলো বিশেষ করে কুইন্স, ব্রুকলিন ও বেরাজোনা ন্যারো ব্রিজ দেখে নয়ন জোড়া সার্থক করলাম। এরই মধ্যে অনেক ছবি তুললাম আমরা, সঙ্গে বিদেশী এক যুগলের ছবি তুলে দিলাম ওদের বিশেষ অনুরোধে। অন্যান্যবারের তুলনায় এবার মনে হয় একটু বেশি সময় টুইন টাওয়ারের পর্যবেক্ষণ ডেস্কে অবস্থান করি আমি। যে পথে ওপরে গমন ঠিক সেই পথেই নিচে নেমে আসার পর হঠাৎ করে মনটা খারাপ হয়ে যায়। সেই মুহূর্তে বুঝতে পারিনি কেন মনটা খারাপ হয়েছিলো, কিন্তু ১১ সেপ্টেম্বরের পরে মন খারাপ হওয়ার আসল রহস্য বুঝতে পারি। কারণ ঐ দেখাই যে শেষ দেখা হবে 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারকে' তা আমি না বুঝতে পারলেও আমার মন বুঝেছিলো। আর কোনো দিন কোনো আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বা পরিচিতজনকে নিয়ে 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার' ঘুরতে যাওয়া হবে না, দেখা যাবে না প্রতিদিন কাজে যাওয়া-আসার সময় ৭নং ট্রেনের ভেতর থেকে জানালা দিয়ে, মাথা উঁচু করে সেই ছবির মতো দাঁড়িয়ে থাকা স্বপ্নের রাজা-রানীর মতো দুই সহোদর বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র খ্যাত টুইন টাওয়ার বা 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারকে' তা ভাবতেই বড় কষ্ট হয়। ছবিতে লেখক ও তার বন্ধু হানিফ (বামে)।

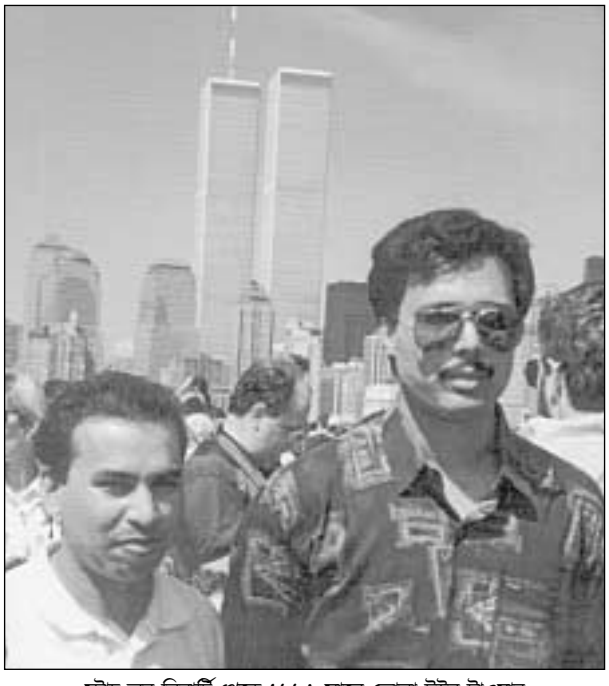

স্টাচু অব লিবার্টি থেকে ১৯৯২ সালে তোলা টুইন টাওয়ার

নিউইয়র্ক, আমেরিকা, E-mail manwarul@aol.com

সি উ ল

কষ্ট

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে এভাবে চলতে থাকবে একের পর এক হত্যা এসিড নিক্ষেপ আর ধর্ষণের ঘটনা

কখনো রাগে ক্ষোভে, কখনো দুঃখে নিজের অজান্তেই চোখ থেকে জল নেমে আসে। বিদেশের মাটিতে যারা দীর্ঘদিন ধরে কাটাচ্ছে তাদের মনের মাঝে কষ্ট দানা বেঁধেই থাকে। এই কষ্টের মাঝেও কখনো কখনো ইচ্ছে করে দেশের খোঁজখবর নিতে। সারাদিন কর্মব্যস্ততার পরে রাতে বাসায় ফিরে ক্লান্ত দেহ বিছানায় এলিয়ে দিলে মনে পড়ে দেশের কথা। পত্রিকা হাতে নিলেই চোখে পড়ে ধর্ষণ, হত্যা, এসিড নিক্ষেপ, রাজনৈতিক অস্থিরতা। পুরো পত্রিকা জুড়েই প্রায় এসব কাহিনী। আর এসব মর্মান্তিক কাহিনী পড়ে কষ্টের নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। হায়রে দেশ, হায়রে মানুষ, আমাদের নৈতিকতা কি পরিবর্তন হবে না কোনো কালে? নির্বাচনের পূর্বে জনগণের কাছে দেয়া ওয়াদা ছিল সন্ত্রাস দমন। আসলে তিনটি সরকারের একটিও কি এ ওয়াদা রেখেছে।

চারুকলার ছাত্রী সিমি বানু বখাটে ছেলেদের উত্ত্যক্ত করার বিচার না পেয়ে আত্মহত্যা করেছে। ফাহিমা, মহিমা, সিমি এরা কেউই মরতে চায়নি। বয়সে সবাই তরুণী। এদের স্বপ্ন ছিল, আশা ছিল সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার ছিল কিন্তু সব কিছুকে তছনছ করে দিয়েছে নরপিশাচের দল। একের পর এক ধর্ষণ, হত্যা চলছে তো চলছেই। সরকারের ওয়াদা ওয়াদাই থেকে গেছে। বরং সন্ত্রাস বেড়েছে চরমভাবে। এখানে দীর্ঘদিনে কখনো পত্র-পত্রিকায় চোখে পড়েনি ধর্ষণের ছবি, হত্যার ছবি। কোরিয়ানদের সামাজিক পরিচ্ছন্নতা এবং পরিচ্ছন্ন নৈতিকতা দেখে প্রশ্ন জাগে বাংলাদেশের মানুষ কি সামাজিক এবং নৈতিক পরিচ্ছন্নতা ফিরে পাবে না?

সৈয়দ কায় খসরু (সানী)
Jonggok 3 Dong 569-1, Kwang Jin Ku-SEOUL, South Korea

আ ট লা ন্টা

ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস

মরণঘাতী ওয়েস্টনাইল ভাইরাস যুক্তরাষ্ট্রে বেশ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ৩৮টি রাজ্যে এ পর্যন্ত ১৯ জন মারা গেছে...

এই গ্রীস্মে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে মরণঘাতী ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে বলে আটলান্টায় অবস্থিত ইউএস সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি) সূত্র থেকে খবর পাওয়া গেছে। সিডিসি'র বরাত দিয়ে এখানকার আটলান্টা জার্নাল কনস্টিটিউশন পত্রিকার সূত্র থেকে বলা হয়েছে যে, এ পর্যন্ত ওয়েস্ট নাইল ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সারা দেশে মোট ১৬ জনের মৃত্যুর খভর পাওয়া গেছে এবং এই সংক্রমণের হার সপ্তাহে পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

মরণঘাতী এই ওয়েস্ট নাইল ভাইরাসটি মানুষের দেহে প্রধানত মশা থেকে সংক্রমিত হচ্ছে বলে আটলান্টাস্থ সিডিসি অন্তত শীতকাল পর্যন্ত মশা থেকে সাবধান থাকতে বলেছে। মশা ছাড়াও এই ভাইরাস ঘোড়া ও পাখির মধ্যে পাওয়া গেছে, যা ইতিমধ্যে জর্জিয়াতেও ধরা পড়েছে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৭৩ সালে উগান্ডার ওয়েস্ট নাইল ডিস্ট্রিকেট এই ভাইরাসটি প্রথম আবিষ্কৃত হয় বলে একে ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস নামে অভিহিত করা হয়। এরপর ১৯৭৫ সালে এই ভাইরাসটি স্পাইনাল কর্ড ও ব্রেইনে গিয়ে মানুষের জন্য বিপজ্জনক মৃত্যুর ঝুঁকি হতে পারে- এই সত্যটি আবিষ্কৃত হয় ইসরাইলের এক আক্রান্ত বৃদ্ধের দেহ পরীক্ষা করে। ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস ১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসে যুক্তরাষ্ট্রে খুব অল্প মাত্রায় প্রথম ধরা পড়ে। এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ৩৮টি রাজ্যে এই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে বলে সিডিসি উল্লেখ করেছে।

সিডিসির পরিসংখ্যান অনুযায়ী মশায় আক্রান্ত প্রতি ২০০ জন ভাইরাস বহনকারীর মধ্যে ১৭৯ জনের দেহে কোনো উপসর্গই দেখা যায় না, ২০ জনের দেহে ফ্লু'র মতো অনুভূতি, চুলকানি ও জ্বরে আক্রান্ত হতে পারে এবং বাকি ১ জনের দেহে মূলত ভাইরাসের আক্রমণটি তীব্র হয়ে এনসিফালিটিস ও মেনিনজাইটিস্ দ্বারা ব্রেইন ও স্পাইনাল কর্ডে গিয়ে আঘাত করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। এদিকে সিডিসির সূত্র থেকে আরো জানানো হয়েছে যে, বিপজ্জনক এই ভাইরাসটি বয়স্ক ও অল্প বয়েসী ছেলেমেয়েদের মধ্যে সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করলে এর থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। এ পর্যায়ে মশার কামড় থেকে দূরে থাকতে হলে প্রথমত, লম্বা ও ঢিলেঢালা পোশাক পরতে হবে এবং ঘরের বাইরে চলাফেরা বিশেষ করে সকালে ও সন্ধ্যায় কমিয়ে ফেলতে হবে। দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত বাসায় বা আশপাশে আবদ্ধ জলাশয় রয়েছে, সেখানকার পানি সরিয়ে ফেলতে হবে। যেহেতু জলাশয়ে মশার প্রকোপ বেশি থাকে। গ্রীস্মকালে বনভোজন উপলক্ষে যারা লেকের ধারে স্পট বেছে নিচ্ছেন, আপাতত সেটাও বাতিল করে খোলামেলা জায়গা বেছে নিতে হবে। তৃতীয়ত , ঘরের দরজা-জানালা সব সময় বন্ধ রাখতে হবে যাতে কোনোভাবেই মশা ভেতরে ঢুকতে না পারে। এছাড়া বাংলাদেশীর মশার দেশ থেকে এসেছেন বিধায় মশার কামড়কে অনেক বাংলাদেশীই তেমন আমল দেন না বলে অভিজ্ঞমহলের মত এ ধরনের মানসিকতা আপাতত ত্যাগ করে যে কোনোভাবেই হোক বাঙালি পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিকেলে খেলাধুলার পর সন্ধ্যার আগেই ঘরে পৌছানো নিশ্চিত করা উচিত এবং অনেক বয়স্ক পিতা-মাতা যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, এখানে এসে সকাল-বিকাল বাইরে হাঁটাহাঁটি করেন স্বাস্থ্যসচেতন হিসেবে, তাদেরও মশার প্রকোপ যে সময়টায় বেশি অর্থাৎ সকাল ও সন্ধ্যায় হাঁটাহাঁটি করা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন বলে পর্যবেক্ষমহল মনে করছেন।

রুমী কবির, আটলান্টা, আমেরিকা

কু য়ে ত

বলিউড তারকা

বলিউড এখন বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করছে এমনকি তারকারাও

১ আগস্ট 'চেমনুর ফ্যাশন জুয়েলার্স'-এর তৃতীয় শো রুম আল-ডাব্বুস স্ট্রিট ফাহাহিল উদ্বোধন করতে কুয়েত আসেন বলিউডের স্টার সালমান খান। পুলিশ কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থায় পুরো জায়গাটি ঘিরে রাখে। হাজার হাজার কুয়েতী, মিশরীয়, পাকিস্তানি, ইন্ডিয়ান, বাঙালি যুবক-যুবতী তাদের প্রিয় তারকাটিকে দেখার জন্য অসহ্য গরমে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। আশপাশের দোকান, মার্কেট, বড় বড় দালানের জানালার পাশে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড়। পুরো পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশকে বেশ কয়েকবার লাঠিচার্জ করতে হয়। উদ্বোধন করার সময় ছিল সন্ধ্যা ৬টায়, সালমান খান আসেন ৭.৪৫ মিনিটে। মাত্র ১৭ মিনিটের মধ্যে তড়িঘড়ি উদ্বোধন করে চলে যান। অনেকেই তাকে দেখতে পারেননি, পাখি শিকার করায় বন্য আইনে তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা বিচারাধীন, অনেক কষ্ট করে আদালতের অনুমতি নিয়ে কুয়েতে আসেন। এটা তার কুয়েতে দ্বিতীয় সফর। সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রেস কনফারেন্স করে দু'চারটি প্রশ্নের উত্তর দেন। ব্যক্তিগত ও বিয়ে সম্পর্কে উত্তর দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। শাহরুখ খানের অভিনয় তার কাছে ভালো লাগে।

ফিতা কেটে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করছেন বলিউড তারকা সালমান খান

হাজী মোহাম্মদ রিপন, কুয়েত

টো কি ও

ম ন্দ ঋ ণ

জাপানের অর্থনীতিকে দুর্বল করে দিয়েছে যেসব বিষয় তার মধ্যে মন্দ ঋণ অন্যতম। বর্তমানে জাপানে মন্দ ঋণের পরিমাণ ৭ ট্রিলিয়ন ইয়েন। বিভিন্ন ব্যাংক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়েছে। কিন্তু শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্য বিক্রি না হওয়ায় এখন আর শিল্প কারখানাগুলো ব্যাংকের দেয়া ঋণ শোধ করতে সমর্থ নয়। গত বছর (২০০১) সেপ্টেম্বর মাসে ৬.৪০০ ট্রিলিয়ন ইয়েন জাপানে মন্দ ঋণের পরিমাণ ছিলো। ১৯৯৮ সালে জাপানে এই মন্দ ঋণের পরিমাণ ছিলো ১০ ট্রিলিয়ন ইয়েন। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ঋণ গ্রহীতাদের এই মন্দ ঋণ মওকুফ করে দেবে। সরকার এই মন্দ ঋণ প্রদানকারী ব্যাংকসমূহকে তাদের মন্দ ঋণ প্রদানের ক্ষতি পূরণ করে দেবে জনগণের প্রদেয় রাজস্বের অর্থ থেকে। কারণ এই মন্দ ঋণের প্রভাবে দেশের অর্থনীতি মন্দার পথে, বিশেষ করে স্টকের বাজার।

A.K.M Alamgir Kabir, Tokyo, Japan

অ া ফে া ন া বা া খ

বহুজাতিক মেলা

বহুজাতিক সাংস্কৃতিক মিলনমেলায় অনেক দেশই অংশ নেয়। জার্মান বাংলা সংস্কৃতি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে

মেলায় এসেছে অনেক দেশী বিদেশী দর্শক

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে প্রতি বছর অফেনবাখ শহরের কেন্দ্রস্থল Wilhem Spaltz-এ আয়োজন করা হয় বহুজাতিক সাংস্কৃতিক মিলন মেলার। আট হাজার বর্গমিটার প্রাঙ্গণে এবার মেলা বসেছিল ২৪ ও ২৫ আগস্ট। গ্রীষ্ম ও শীতের সন্ধিক্ষণে ফুরফুরে আবহাওয়ায় এবার মেলায় ক্রোয়েশিয়া, মরক্কো, ক্যামেরুন, তুরস্ক, ইটালি, স্পেন, পর্তুগাল, গ্রিসল্যান্ড, বসনিয়া, যুগোস্লাভিয়া লেবানন ও বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছে 'জার্মান বাংলা সংস্কৃতি' সমিতি। মেলার অন্যতম আকর্ষণ হল স্ব-দেশীয় খাদ্যের প্রদর্শন ও বিক্রি। প্রতিটি দেশের প্রতিনিধিত্বকারী সমিতিগুলো প্রাণপণ চেষ্টা করে নিজ জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টি ফুটিয়ে তুলতে।

জার্মান বাংলা সমিতির খাদ্য তালিকায় ছিল পেঁয়াজু, পাকোরা, সিঙ্গারা, সমুচা, স্প্রিংরোল ও মুরগির কারী, সুস্বাদু খাদ্যের ঘ্রাণ ও চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্যের লালিত্য ক্রেতাদের পূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় জার্মান বাংলা সমিতি। অনেকের মতে সমিতি ব্যর্থ হয়েছে বিক্রেতা নির্বাচনে। শাড়ি পরিহিত বাঙালি রমণীগণ বিক্রেতার দায়িত্ব পালন করলে সৌন্দর্যের লালিত্য কানায় কানায় পূর্ণ হত। মেলার দ্বিতীয়তম আকর্ষণ ছিল স্ব-দেশীয় গান-বাজনা ও নাচ। বাংলাদেশ ব্যতীত প্রতিটি দেশই তাদের পারফর্ম দেখিয়েছে। শিল্পী সীমাবদ্ধতার কারণেই এ ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতি থেকে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে বাঙালিদের তৎপর হতে হবে।

প্রায় প্রতিটি স্টলে শোভা পেয়েছে জার্মান ও স্বদেশীয় পতাকা। গ্রিকিস ছেলে-মেয়েদের নাচ-গান দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। বাংলাদেশের বিবাহ, নবান্ন, সাপুড়ে নৃত্য প্রদর্শন করতে পারলে ভালো হতো। সুন্দর আবহাওয়ার কারণে প্রচুর দর্শকের সমাগম ঘটেছিল। যদিও একই দিন একই সময়ে আশপাশে কয়েকটি মেলা ছিল তবুও কর্তৃপক্ষের ধারণা প্রতিদিন মেলায় প্রায় ২৫ হাজার লোকের সমাগম হয়েছে। ক্লাবগুলো মেলায় বিক্রিত অর্থ দিয়ে নিজেরা যেমন আনন্দ করে, তেমনি স্বীয় জাতির সমস্যায় অর্থ ও অন্যান্যভাবে সহযোগিতা করে মানবতার পক্ষে অবদান রেখে থাকে।

পারুলী, Ludwig str-137, 63456, Hanau, Germany

ফূকূত্তকা চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রিত
অসংখ্য আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত
সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ'র
কালজয়ী উপন্যাসের চিত্ররূপ
তানভির মোকাম্মেল-এর
j v j mv j
সেই সঙ্গে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র
অয়ি যমুনা
একসঙ্গে ২টি চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী
টোকিওতে
উপস্থিত থাকবেন
পরিচালক **তানভির মোকাম্মেল**
প্রধান চরিত্রাভিনেতা **রাইসুল ইসলাম আসাদ**
সবাই আমন্ত্রিত
তারিখ : ২২শে সেপ্টেম্বর, রোববার
সময় : বিকেল ৩টা, টিকেট : হলে
স্থান : সানপাল আরাকাওয়া হল
ফোন : ০৩-৩৮০৬-৬৫৩১

SUBWAY
Chiyadaline/Keiseiline-এ
Nippori অথবা Machiiy নেমে
O-exit দিয়ে বেড়িয়ে ট্রমে
অথবা
JR Nippori Stn. নেমে ২২
নং Kameido মুখী বাসে
আরাকাওয়া কুইয়াকুসো মায়ে
Stop

যোগাযোগ :
০৯০-৫৫৩৮-৪৮৪২ কাজী ইনসান *সভাপতি*
০৯০-৬১৪৬-৯৭৬৩ বাকের মাহমুদ *সম্পাদক*
০৯০-২২২৪-৬২৬৪ মাসুদ ববি *কোষাধ্যক্ষ*

বাংলাদেশ সাংবাদিক লেখক ফোরাম জাপান

রোম

খুলে যাচ্ছে পৃথিবীর দুয়ার

সঠিক নিয়মকানুন জানা থাকলে সহজেই ইমিগ্রান্ট হওয়া যায় অনেক উন্নত দেশে

আপনারা জানেন কি বাংলাদেশের আটজন তথ্যপ্রযুক্তিবিদ ওয়ার্কিং ভিসা নিয়ে গত ১৯ জুলাই জাপানে গেছেন। সারা বিশ্বে বর্তমানে দক্ষ কাজ জানা লোকের চাহিদা বেড়েই চলেছে। ২০০২ সালে ৪৯৩০ জন ভাগ্যবান বাংলাদেশী ডিভি লটারি পেয়ে আমেরিকা যাবার সুযোগ পেয়েছে। ২০০৩ ডিভি লটারি আবেদনপত্র পাঠাবার ঠিকানা DV-2003 Program, Kentucky Concular Center. 2002 visa, Crest, Migrate, KY-41902-2000. U.S.A. উল্লেখ্য, লটারির খামের ওপর ইংরেজিতে পূর্ণ ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে বা টাইপ করে দিতে হবে। এক লাখ ৯৫ হাজার চাকরি ভিসা প্রদান করবে আমেরিকা এ বছর আইটি প্রফেশনাল খাতে। www. Green card specialists com. আপনি যেকোনো চাকরির জন্য সাউথ আফ্রিকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডেপুটি মিনিস্টার Private Bag-x91021, Cape Town-800, South Africa. ইন্টারন্যাশনাল লেবার অফিস, জেনেভা, সুইজারল্যান্ডের রিক্রুটিং ইউনিট, কোরিয়া ডেভ: এন্ড রিসারসিং ব্রাঞ্চ, হিউমান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টে চাকরির আবেদন পাঠাতে পারেন।

কানাডার নতুন অভিবাসন আইন ১ এপ্রিল ২০০৩ সাল থেকে কার্যকর হচ্ছে। নতুন পদ্ধতিতে বয়সের সীমা ৪৪ থেকে ৪৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে এবং প্রায় সবধরনের পেশার জন্য আবেদন করা যাবে। এ বছর প্রায় তিন লাখ ইমিগ্রেন্ট গ্রহণ করবে কানাডা সরকার। নতুন আইনে প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী কোনো আবেদনকারী, আবেদনপত্র সফলকাম হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে তারা তাদের পরিশোধিত ফি ফেরত নিতে পারবেন। তাছাড়া ইউরোপের কয়েকটি দেশসমূহ ইটালি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, ইংল্যান্ড, জার্মানিতে দক্ষ কাজের লোকের দরকার। জাতিসংঘের কৃষি দপ্তর প্রধান কার্যালয়, ইটালিতে FAO-এর নির্ধারিত ফরমে টেকনিক্যাল ও ননটেকনিক্যাল প্রায় ৪০টি পেশায় আবেদনের সুযোগ ঘোষণা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি দপ্তরে Optional Application For Federal Employment of-612 ফরমে আবেদন। জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক ভলান্টারি বর্ষ উপলক্ষে এ সুযোগ ২০০৩-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। জার্মানিতে অভিবাসন লাভের ইচ্ছা অনেকেরই। চালু হচ্ছে নতুন অভিবাসন আইন। বর্তমানে গ্রিসে ৬৫ হাজার জন ব্যক্তি বেআইনিভাবে বসবাস করছে। সুইডেনে রাজনৈতিক আশ্রয়গ্রহণকারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মালয়েশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে দক্ষ কাজ জানা লোক দেশে ফেরত যাবেন বলে চিন্তায় আছেন। আপনাদের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশে চাকরি এবং ইমিগ্রেন্টের সুযোগ আছে। শুধু ভালোভাবে তথ্য জোগাড় করে ডিভি ভিসার মতো আবেদন করার চেষ্টা করুন। ভাগ্য ভালো থাকলে অল্পখরচে ভালো একটা দেশে চলে যেতে পারবেন। শুধু না জানার কারণে বাংলাদেশীরা চাকরি এবং ইমিগ্রেশন হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

Mahabub Alam, Euro Consultants,
Via- Romana-79 (2nd piono) 00048-Nettuno (RM) Italy.

টোকিও

ইসলামিক শিক্ষা

ইসলাম সম্পর্কে জাপানিদের আগ্রহ প্রচন্ড। এমনকি আমেরিকানরা পর্যন্ত ইসলামী বই লিখে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে

বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানদের মতো জাপানি মুসলমান এবং জাপানে অবস্থানরত হাজার হাজার বিদেশী মুসলিমগণ বছরের দুটি ঈদ উৎসবে একত্রিত হয়ে এক জামাতে নামাজ আদায় করে থাকেন। তিলোত্তমা টোকিও মেট্রোপলিটন সিটির প্রধান ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। হিবিয়্যা লাইনের হিরোয়ে (Hiro-o) স্টেশনের সন্নিকটে চীনা দূতাবাসের পাশে অবস্থিত। ইসলামিক এরাবিক ইনস্টিটিউটে, এছাড়া টোকিও, ওসাকা, নাগোয়া, কোবে, ছাকাইমাচি প্রভৃতি স্থানের মসজিদগুলোতে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। জাপানেও চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে ঈদ। তবে ঈদের দিনক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে টোকিও শহরে অবস্থিত ইসলামিক সেন্টার জাপানে। জাপানে ঈদের জামাতের দৃশ্য টিভি নিউজে দেখানো হয়ে থাকে। জাপানি জনগণের ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের তৃষ্ণা অত্যন্ত প্রকট। বিখ্যাত পাকিস্তানি সাংবাদিক এ. রশিদ কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় লিখিত গ্রন্থ 'তালেবান' বেস্ট সেলার হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বই লিখে স্বয়ং মার্কিন সাংবাদিকরাও মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আয় করছে। জাপানের টোকিও, কোবে, ওসাকা মসজিদ ছাড়া অন্যান্য সব মসজিদসমূহের ইমামের পদ বাঙালি মুসলমানেরা দখল করে নিয়েছে। বাংলাদেশীদের নেতৃত্ব দেবার মনোবৃত্তির জন্যই জাপানে বসবাসরত অসংখ্য বাঙালি কোরানে হাফেজ, কারী, মওলানা দেখে স্বয়ং সৌদি আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের নাগরিককরা বাংলাদেশীদের মৌলভীর দেশের নাগরিক নামে আখ্যায়িত করে থাকেন। আমরা একইভাবে আশা করবো, বাংলাদেশী পন্ডিতেরা ইংরেজি, জাপানিসহ অন্যান্য বিদেশী ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে বই লিখে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার উপার্জন করে নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন করবেন।

একজন মাওলানা আয়াত পাঠরত

মোহাম্মদ তানাকা, টোকিও, জাপান
E-mail -09039181817@jp-t.ne.jp

হরলিক্স-সাপ্তাহিক ২০০০ কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে জিতে নিন
ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা ৩টি বিমান টিকেট, রঙিন টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর এবং...
বিস্তারিত দেখুন ৫৪ ও ৫৫ পৃষ্ঠায়